সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

তারিখ : ১১ই নভেম্বর
(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)

সিলেবাস

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নীতিমালা	০২
❖ **ক-গ্রুপ :**	০৩
১. আক্বীদা	০৫
২. (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন	১৩
২. (খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ	১৪
৩. দো'আ	১৬
৪. সাধারণ জ্ঞান	২৩
❖ **খ-গ্রুপ :**	২৪
১. আক্বীদা	০৫
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ (২৪ ও ২৫ তম পারা)	২৪
৩. (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন	২৪
৩. (খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ	২৫
৪. সোনামণি জাগরণী	৩০
➲ সোনামণি	৩০
➲ আম্মু বলেন	৩০
➲ শিক্ষা জাগরণী	৩১
➲ এসো হে জনতা	৩১
➲ বাতিলের ঐ বদ্ধ দুয়ার	৩২
৫. সাধারণ জ্ঞান	৩২
❖ **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা**	৩২

নির্ধারিত মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে)

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৮ই অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

২. উপযেলা : ১৫ই অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৩. যেলা : ২২শে অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১১ই নভেম্বর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

আক্বীদা অংশ : আবশ্যিক (**ক-** গ্রুপের জন্য **১** থেকে ৫০ পর্যন্ত এবং **খ-** গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)

১. প্রশ্ন : ইসলাম শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : আত্মসমর্পণ করা।

২. প্রশ্ন : ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

উত্তর : ৫টি। যথা : ১. কালেমা ২. ছালাত ৩. ছিয়াম ৪. হজ্জ ও ৫. যাকাত।

৩. প্রশ্ন : আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫৬)*।

৪. প্রশ্ন : আল্লাহ্র নিকট মনোনীত ধর্ম কী?

উত্তর : ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*।

৫. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিসের তৈরী?

উত্তর : মাটির তৈরী।

৬. প্রশ্ন : তাওহীদ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : আল্লাহ্র একত্ব।

৭. প্রশ্ন : তাওহীদের বিপরীত কী?

উত্তর : শিরক।

৮. প্রশ্ন : ফেরেশতারা কীসের তৈরি?

উত্তর : নূরের তৈরি।

৯. প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায়?

উত্তর : আল্লাহ সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নত *(ত্বোয়াহা ৫)*।

১০. প্রশ্ন : আক্বীদা শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : দৃঢ় বিশ্বাস, যার ভিত্তিতে মানুষের জীবন পরিচালিত হয়।

১১. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কি গায়েব জানতেন?

উত্তর : না, তিনি গায়েব জানতেন না।

১২. প্রশ্ন : অন্য মানুষের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মৌলিক পার্থক্য কী?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট 'অহি' আসত (অন্য মানুষের নিকট আসে না) *(কাহফ ১১০)*।

১৩.প্রশ্ন : আল্লাহ কি নিরাকার?

উত্তর : না, আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারো সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ১১)*।

১৪.প্রশ্ন : আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?

উত্তর : না, তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান *(ত্বোয়াহা ৪৬)*।

১৫. প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পূর্বশর্ত কী?

উত্তর : জেনে-বুঝে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করা।

১৬. প্রশ্ন : কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ কী?

উত্তর : 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' **অর্থ :** নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত।

১৭. প্রশ্ন : ঈমান অর্থ কী?

উত্তর : ঈমান অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমন আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়।

১৮. প্রশ্ন : ঈমানের সংজ্ঞা কী?

উত্তর : হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তাবায়নের নাম হল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হল মূল এবং আমল হল শাখা।

১৯. প্রশ্ন : ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ কয়টি?

উত্তর : ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি।

২০. প্রশ্ন : ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ সমূহ কী কী?

উত্তর : (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহ (৪) রাসূলগণ (৫) ক্বিয়ামত দিবস এবং (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস পোষণ করা।

২১. প্রশ্ন : মানবজাতির জন্য একমাত্র জীবন বিধান কোনটি?

উত্তর : ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*।

২২. প্রশ্ন : সমস্ত কর্মের ফল কিসের উপর নির্ভরশীল?

উত্তর : নিয়তের উপর *(বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১)*।

২৩. প্রশ্ন : কোন কাজে ঈমান বাড়ে ও কমে?

উত্তর : সৎ কাজে ঈমান বাড়ে ও অসৎ কাজে ঈমান কমে *(আনফাল ২-৪)*।

২৪.প্রশ্ন : ঈমানের সর্বোত্তম শাখা কী?

উত্তর : 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা।

২৫. প্রশ্ন : ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা কী?

উত্তর : রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা *(বুখারী হা/৯)*।

২৬. প্রশ্ন : ফেরেশতাগণের সর্দার কে?

উত্তর : জিব্রীল (আঃ)।

২৭. প্রশ্ন : কোন ফেরেশতা নবীদের নিকটে অহি বহনের দায়িত্ব পালন করেন?

উত্তর : জিব্রীল (আঃ) *(নাহল ১০২)*।

২৮. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে আর কোন নবী আসবেন কি?

উত্তর : না, তিনি সর্বশেষ নবী।

২৯. প্রশ্ন : 'নিয়ত' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : সংকল্প।

৩০.প্রশ্ন : কোন কিতাব পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী?

উত্তর : কুরআন মাজীদ।

৩১. প্রশ্ন : 'তাক্বদীর' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : ভাগ্য।

৩২. প্রশ্ন : তাক্বদীর কখন লিপিবদ্ধ হয়েছে?

উত্তর : আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২)*।

৩৩. প্রশ্ন : তাক্বদীরের খবর কার কাছে সংরক্ষিত?

উত্তর : আল্লাহ্র কাছে।

৩৪. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের কত নিকটে থাকবে?

উত্তর : মাথার এক মাইল উপরে থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪০)*।

৩৫. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কাকে কাপড় পরানো হবে?

উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-কে।

৩৬. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের মাঠে কোন ছায়া থাকবে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, আল্লাহ্র আরশের ছায়া থাকবে *(বুখারী হা/৬৬০; মিশকাত হা/৭০১)*।

৩৭. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় স্থান পাবে কয় শ্রেণীর লোক?

উত্তর : সাত শ্রেণীর লোক।

৩৮. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজের রজনীতে আল্লাহকে দেখেছেন কি?

উত্তর : না, তিনি সরাসরি আল্লাহকে দেখেননি বরং তাঁর নূর দেখেছেন *(আন'আম ৬/১০৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫৯)*।

৩৯. প্রশ্ন : মুনাফিক্বের আলামত বা নিদর্শন কয়টি?

উত্তর : তিনটি। (১) মিথ্যা কথা বলা (২) আমানতের খেয়ানত করা ও (৩) ওয়াদা ভঙ্গ করা।

৪০. প্রশ্ন : কোন নবীর আগমনের পরে বিগত সকল এলাহী ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে?

উত্তর : সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

৪১. প্রশ্ন : মুমিনের জীবন কোন বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়?

উত্তর : তাওহীদে বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

৪২. প্রশ্ন : কুরআনের শুরুতেই মুত্তাক্বীদের প্রথম গুণ হিসাবে কোনটি উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর : গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা *(বাক্বারাহ ৩)*।

৪৩. প্রশ্ন : কখন অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না?

উত্তর : যখন কোন কাজ আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত হবে *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

৪৪. প্রশ্ন : কারা অদৃশ্যভাবে আল্লাহ্র হুকুমে সৃষ্টিকুলের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকেন?

উত্তর : ফেরেশতাগণ *(তাহরীম ৬)*।

৪৫. প্রশ্ন : কোন কারণে বনু আদমের কেউ মুমিন, কেউ কাফির, কেউ মুসলমান?

উত্তর : আক্বীদা-বিশ্বাসের কারণে।

৪৬. প্রশ্ন : ইসলাম ধর্মের আক্বীদা কিসের উপর ভিত্তিশীল?

উত্তর : তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল।

৪৭. প্রশ্ন : সর্বোত্তম জিহাদ কী?

উত্তর : অত্যাচারী শাসকের নিকটে হক কথা বলা *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৫)*।

৪৮. প্রশ্ন : নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী, নূর আহমাদ ইত্যাদি নাম কি সঠিক?

উত্তর : সমাজে প্রচলিত উক্ত নামগুলো সঠিক নয়। তাই এগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

৪৯.প্রশ্ন : নবী ও রাসূলগণ কি মা'ছূম (নিষ্পাপ)?

উত্তর : নবী ও রাসূলগণ নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ও পরে স্বেচ্ছাকৃত যাবতীয় ছগীরা ও কবীরা গোনাহ হতে মা'ছূম ছিলেন।

৫০. প্রশ্ন : আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ কী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ। তাক্বদীর তথা হায়াত-মউত, রিযিক, জান্নাতী বা জাহান্নামী এই প্রধান চারটি বিষয় সহ মানুষের সমগ্র জীবনের ভালমন্দ কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৫১. প্রশ্ন : তাক্বদীর কি পরিবর্তনযোগ্য?

উত্তর : না, তাক্বদীর অকাট্য ও অলংঘনীয়।

৫২. প্রশ্ন : তাক্বদীরের লিখন কি মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব?

উত্তর : তাক্বদীরের লিখন কোন মাখলূক বা সৃষ্টির পক্ষে জানা সম্ভব নয় *(আন'আম ৫৯)*।

৫৩. প্রশ্ন : তাক্বদীরের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে মুসলিম উম্মাহ মৌলিকভাবে কয়টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে?

উত্তর : দু'টি দলে। জাবরিয়া ও কাদারিয়া।

৫৪.প্রশ্ন : জাবরিয়া বা অদৃষ্টবাদী কারা?

উত্তর : যারা নিজেদেরকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড় পদার্থ মনে করে এবং নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে তাক্বদীরের লিখন বলে বিশ্বাস করে।

৫৫. প্রশ্ন : ক্বাদারিয়া কারা?

উত্তর : যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে ও নিজেদেরকে স্ব স্ব ভাগ্য বিধায়ক মনে করে।

৫৬. প্রশ্ন : 'মানুষ তা-ই পায় যা সে করে' কোথায় বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : সূরা নাজম-এর ৩৯ আয়াতে।

৫৭.প্রশ্ন : আল্লাহ্র দয়া ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে কি?

উত্তর : না, আল্লাহ্র দয়া ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে না *(ইউনুস ১০০; মুসলিম হা/১৪৩)*।

৫৮. প্রশ্ন : আমল বিহীন ঈমানে কোন উপকার আছে কি?

উত্তর : না, আমল বিহীন ঈমানে কোন উপকার নেই। কেননা আমলবিহীন ঈমান কুফরীর সমতুল্য *(আনকাবূত ২)*।

৫৯.প্রশ্ন : হানাফী মাযহাবের মতে 'আমল' কি 'ঈমানে'র অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : না, বরং তারা আমলকে 'ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি' বলে মনে করে।

৬০. প্রশ্ন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে তার পরিণতি কী হবে?

উত্তর : তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে *(মায়েদাহ ৫)*।

৬১. প্রশ্ন : মুমিনদের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে *(তওবা ৭১)*।

৬২. প্রশ্ন : ফের্কাবন্দীর ইতিহাসে প্রধান ভ্রান্ত ফের্কা কোনটি?

উত্তর : খারেজী।

৬৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় আল্লাহ্র সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারা?

উত্তর : খারেজীরা।

৬৪. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) খারেজীদেরকে কার সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর : জাহান্নামের কুকুরের সাথে *(মুসলিম হা/২৪৬৬)*।

৬৫. প্রশ্ন : গোনাহগার মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করা ওয়াজিব বলে কারা আক্বীদা পোষণ করে?

উত্তর : খারেজীরা। যা সঠিক নয়।

৬৬. প্রশ্ন : কোন চরমপন্থী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক গণীমত বণ্টনে সন্দেহ করেছিল?

উত্তর : যুল খুওয়ায়ছিরা *(বুখারী হা/৭৪৩২)*।

৬৭. প্রশ্ন : আল্লাহ্র সৃষ্টিকর্তা-কে এবং কোথা থেকে তিনি আসলেন?- এরূপ প্রশ্ন করা যাবে কি?

উত্তর : না, এরূপ প্রশ্ন করা যাবে না। এগুলো শয়তানী কুমন্ত্রণা মাত্র। এ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতে হবে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৫)*।

৬৮. প্রশ্ন : মুরতাদ কে?

উত্তর : যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মহীন হয়ে গেছে।

৬৯. প্রশ্ন : মুসলিম উম্মাহ আক্বীদার দিক দিয়ে কত দলে বিভক্ত হবে?

উত্তর : ৭৩টি দল বা ফের্কায় *(তিরমিযী হা/২৬৪১)*।

৭০. প্রশ্ন : ৭৩টি ফের্কার মধ্যে কয়টি জাহান্নামী ও জান্নাতী?

উত্তর : ৭২টি জাহান্নামী ও **১**টি জান্নাতী।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

ক- গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

বিষয়-২ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন

أَعُوْذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(ক) সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ (آمين)-

অনুবাদ : (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর (৬) এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। আমীন! (তুমি কবুল কর)।

(খ) সূরা ইখলাছ (খালেছ বিশ্বাস)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

অনুবাদ : (১) বল, তিনি আল্লাহ এক (২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন (৪) তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

বিষয়-২ : (খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ

১. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ভাল কথা দানের ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

২. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ-

(২) জুবায়ের ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

৩. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : الحَيَاءُ لاَ يَأْتِىْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

(৩) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭১)*।

৪. عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا-

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর আযাদকৃত দাস ছাওবান (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের খুরফার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কী? উত্তর দিলেন, তার ফলমূল' *(মুসলিম হা/২৫৬৮)*।

৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ-

(৫) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার জন্য খুব কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে' *(বুখারী হা/৪৯৩৭)*।

৬. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ-

(৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই খুৎবা দিতেন তখনই তিনি এ কথাগুলি বলতেন যে, 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীনদারী নেই যার ওয়াদার ঠিক নেই' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩৫)*।

৭. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ-

(৭) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হল আযাব' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬৬৭)*।

৮. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ-

(৮) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইফতার করার পর বলতেন, (যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ) 'পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হল' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৭)*।

৯. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ-

(৯) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি কোন সৎ কাজকে ছোট মনে কর না, যদি তুমি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎও কর' *(মুসলিম হা/২৬২৬)*।

১০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'দান সম্পদ কমায় না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন' *(মুসলিম হা/২৫৮৮)*।

বিষয়–৩ : দো'আ

ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার দো'আ

১. রাতে ঘুমানোর দো'আ :

(ক) নবী (ছাঃ) রাতে শোয়ার সময় ডান কাতে শুয়ে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করছি এবং তোমারই দয়ায় পুনরায় জীবিত হব' *(বুখারী হা/৬৩১২)*।

(খ) আয়াতুল কুরসী অর্থাৎ সূরা বাক্বারাহ-এর ২৫৫ আয়াত পাঠ করা।

(গ) এছাড়া নবী করীম (ছাঃ) সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস পড়তেন *(বুখারী হা/৫০১৭)* এবং ৩৩ বার সুব্হা-নাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হাম্দুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮৮)*।

২. ঘুম থেকে ওঠার পর দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।*

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান *(বুখারী হা/৬৩২৪)*।

৩. ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে দো'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাঝা-তিশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়া আই-য়াহযুরূন।*

অর্থ : 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।

পবিত্রতা সংক্রান্ত দো'আ

১. ওযূর দো'আ :

'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ শুরু করবে *(তিরমিযী হা/২৫; মিশকাত হা/৪০২)*।

ওযূ শেষে পড়বে-

(১) أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ : *আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লাশারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।*

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

(২) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাজ'আলনী মিনাত তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহ্হিরীন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল করে নাও' *(মুসলিম হা/২৩৪; তিরমিযী হা/৫৫)*।

২. টয়লেটে প্রবেশের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পুরুষ ও স্ত্রী জিন শয়তানের ক্ষতি হতে আশ্রয় চাচ্ছি' *(বুখারী হা/৬৩২২)*।

৩. টয়লেট হতে বের হওয়ার দো'আ :

غُفْرَانَكَ *(গুফর-নাকা)*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই' *(তিরমিযী হা/৭)*।

জ্ঞানার্জন সংক্রান্ত দো'আ

১. নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ :

(১) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا-

উচ্চারণ : *রব্বী ঝিদনী 'ইল্মা।*

অর্থ : 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*।

(২) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ-وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ-يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ-

উচ্চারণ : *রব্বিশ রহ-লী ছদরী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিল-লিসানী ইয়াফক্বহু ক্বওলী।*

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বোয়াহা ২০/২৫-২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ছালাতের পর বলতেন,

(৩) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّباً-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফি'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বব্বালান, ওয়া রিঝক্বন ত্বইয়েবা'।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

২. কারো জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ :

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ-

উচ্চারণ : *আলা-হুম্মা ফাক্কিহহু ফিদ্দীন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬১৩৯)*।

৩. কুরআন তেলাওয়াত এবং যেকোন সভা-সমাবেশ ও বৈঠক শেষে দো'আ :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ : *'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'।*

অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।

ছিয়াম বিষয়ক দো'আ

১. ইফতারের দো'আ : بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি)।

২. ইফতার শেষে দো'আ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা)।

অথবা (ঐ সাথে) বলবে,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ-

উচ্চারণ : *'যাহাবায যমাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্ব ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লহ'*।

অর্থ : তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হল' *(আবূদাঊদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩)*।

৩. লায়লাতুল ক্বদরের বিশেষ দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর' *(তিরমিযী ৩৫৩১; মিশকাত হা/২০৯১)*।

কুরবানীর দো'আ

কুরবানী করার দো'আ :

(১) بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি ওয়াল্ল-হু আকবার।*

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে (যবেহ করছি), আল্লাহ সবার চেয়ে বড়' *(মুসলিম হা/১৯৬৬; তিরমিযী হা/১৫২১)*।

(২) بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বাইতী।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নামে যবেহ করছি। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে' *(মির'আত ২/৩৫০ পৃ.)*।

আক্বীক্বার দো'আ :

আলা-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আক্বীক্বাতা ফুলান। বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর।

এ সময় *'ফুলান'*-এর স্থলে বাচ্চার নাম বলা যাবে *(বায়হাক্বী হা/১৯৭৭২)*।

মনে মনে নবজাতকের আক্বীক্বার নিয়ত করে মুখে কেবল *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর'* বললেও চলবে।

দুই ঈদের দো'আ

(ক) নতুন চাঁদ দেখার দো'আ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(দারেমী, ছহীহাহ হা/১৮১৬)*।

(খ) ঈদের দিনে তাকবীর পাঠ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।*

অর্থ : 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য' *(দারাকুৎনী হা/১৭৫৬)*।

বিবিধ দো‘আ

১. উত্তম চরিত্র প্রার্থনার দো‘আ :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা হাস্সান্তা খল্ক্বী ফাআহসিন খুলুক্বী।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও’ *(আহমাদ হা/২৪৪৩৭)*।

২. পিতা-মাতার জন্য দো‘আ :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

উচ্চারণ : *‘রব্বীরহাম্হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছগীরা’।*

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উপরে দয়া কর, যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন’ *(ইসরা ১৭/২৪)*।

কুরআনের আয়াত হওয়ার কারণে দো‘আটি সিজদায় পড়া যাবে না। তবে শেষ বৈঠকে দো‘আয়ে মাছূরাহ্র পরে পড়া যাবে।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-

উচ্চারণ : *রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু’মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব’।*

অর্থ : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে’ *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*।

৩. পোশাক পরিধান কালে দো‘আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ-

উচ্চারণ : *আল্-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হাযা ওয়া রঝাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা ক্বুউওয়াহ।*

অর্থ : ‘সেই আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে বিনাশ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন এবং রূযী দান করেছেন’ *(আবূদাঊদ হা/৪০২৩)*।

৪. নতুন পোশাক পরিধান কালে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহে। আস'আলুকা মিন খয়রিহি ওয়া খয়রি মা ছুনি'আ লাহু। ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহি ওয়া শার্‌রি মা ছুনি'আ লাহু।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। আপনি এটি আমাকে পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করা হয়েছে, তার কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরী করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(আবূদাঊদ হা/৪০২০)*।

৫. রাগ দমনের দো'আ :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ : *আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রাজীম।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হতে'।

৬. বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

উচ্চারণ : *আল-হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্‌তালা-কা বিহী ওয়া ফায্‌যলানী 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান খলাক্বা তাফ্‌যীলা।*

অর্থ : আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন' *(তিরমিযী হা/৩৪৩২)*।

বিষয়–৪ : সাধারণ জ্ঞান

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ :

বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

বিষয়-২ : হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ (২৪ ও ২৫ তম পারা)

এ বিষয়ের প্রতিযোগীরা কুরআন মাজীদ দেখে বিশুদ্ধভাবে তাজবীদসহ ২৫ ও ২৫তম পারা হিফয করবে।

বিষয়-৩ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٨ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١٠٩ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوْحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١١٠

অনুবাদ : ১০৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস তাদের ঠিকানা হিসাবে প্রস্তুত রয়েছে।

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।

১০৯. তুমি বল, আমার প্রতিপালকের (নিদর্শন ও মহিমা প্রকাশক) বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালিতে পরিণত হয়, তবে আমার পালনকর্তার বাণীসমূহ শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে, তার সাহায্যার্থে আমরা অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।

১১০. তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই। আমার নিকটে অহি করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে *(কাহফ ১০৭-১১০)।*

বিষয়-৩ : (খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ

১. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ-

(১) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

২. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

(২) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আদম সন্তান ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত পা বাড়াতে পারবে না। ১- তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা অতিবাহিত করেছিল। ২- তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা নিঃশেষ করেছিল। ৩- তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা অর্জন করেছিল এবং ৪- কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫- তার ইল্ম সম্পর্কে, তদনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না' *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*।

৩. عن أَبِى أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

(৩) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, (১) তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী হা/৬১৬)*।

٤. عن أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

(৪) আনাস (রাঃ) তার পিতা হতে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাবার পর বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ 'সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন', তাহলে তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে' *(তিরমিযী হা/৩৪৫৮)*।

৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

(৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু'জন ফিরে আসে ও একজন তার সাথে থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়' *(বুখারী হা/৬৫১৪)*।

٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى : اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبا-

(৬) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বলতেন, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবান' (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি) *(ইবনু মাজাহ হা/৯২৫)*।

৭. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلاَمًا فِى حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ-

(৭) ওমর বিন আবূ সালামা (রাঃ) বলেন, 'আমি শৈশবে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, বৎস, 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬)*।

৮. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ-

(৮) আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর' *(তিরমিযী হা/১৯৮৭)*।

৯. عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ-

(৯) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখো, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বল' *(ছহীহাহ হা/১৯১১)*।

১০. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً-

(১০) হাফছা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে তাকে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

১১. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ-

(১১) আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোক সকল! পরস্পর সালাম বিনিময় কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, রাতে ছালাত আদায় কর যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/২৪৮৫)*।

১২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

(১২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম (সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে) গায়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযাল্লীন বলবে তখন তোমরা বল আমীন। কেননা যার কথা ফেরেশতামণ্ডলীর কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপরাশি মার্জনা করে দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/৭৮২)*।

১৩. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ-

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তিকে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও (যদি সে ছবর করে ও আল্লাহ্র উপরে খুশী থাকে), তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন' *(বুখারী হা/৫৬৪১)*।

١٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا-

(১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো ঘরের দরজায় যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, না তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দৃষ্টান্ত। এ ছালাতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহ নিঃশেষ করে দেন' *(বুখারী হা/৫২৮)*।

١٥. عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ-

(১৫) বাহ্য বিন হাকীম তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর (বাহ্যের) দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির চক্ষু জাহান্নাম দর্শন করবে না। (১) যে চক্ষু আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি যাপন করেছে (২) যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদেছে এবং (৩) যে চক্ষু আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করা থেকে বিরত থেকেছে' *(ত্বাবারাণী হা/১০০৩)*।

এসো হে সোনামণি! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

বিষয়–৪ : সোনামণি জাগরণী

১. সোনামণি

এসো সোনামণি! এসো জলদী করি!!
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।
শিশু-কিশোরদের মাঝে আনি ইসলামী চেতনা
ব্যক্তি, সমাজ গড়ে করি আল্লাহ্র সন্তোষ কামনা।
প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ
আর সমাজ সংস্কার (২বার)
জাতি গঠনে এই মোদের কর্মসূচী চার। -ঐ
তাওহীদ মোরা করব কায়েম
জীবনের সকল শাখে (২বার)
রাসূলের দেখানো পথে মোরা, মোরা চলব একসাথে। -ঐ

২. আম্মু বলেন

আম্মু বলেন সোনামণি
যাসরে কোথায় বল।
আমি বলি বিদায় দাও মা করিও না ছল॥
রক্ষা করতে হবে দ্বীন
যদিও জীবন হয় বিলীন॥ -ঐ
খেলার সঙ্গী বন্ধুরা সব
খেলা-ধুলা ছাড়,
শপথ করে ছুটে এসে
এক সাথে জোট গড়॥ -ঐ
বিশ্বজুড়ে বাতিলরা সব
মেতে উঠেছে।
ইসলামকে মুছে দিতে
জোট বেঁধেছে।
শাহাদতের তামান্নায়
সামনে ছুটে চল। -ঐ

৩. শিক্ষা জাগরণী

বই খাতা কলম আমাদের সাথী,
যাতে বাড়ে মোদের জ্ঞান-এর জ্যোতি।
সকাল-বিকালে সময়মত মোরা
পড়তে বসি
সুন্দর জীবনের জন্য মোরা চেষ্টা করি বেশি
গড়েছেন যাঁরা সোনার জীবন
আমরা জানি তাঁদের খ্যাতি। -ঐ
আব্বু, আম্মু, শিক্ষকের কথা
মেনে চলি নিয়মিত
পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখি
কাজ থাকুক যত শত। -ঐ

৫. বাতিলের ঐ বদ্ধ দুয়ার

বাতিলের ঐ বদ্ধ দুয়ার খুলে
সোনামণিরা আয়রে দলে দলে
সাজাবো মোরা জীবনটাকে
অহি-র ফুলে ফুলে॥
রাসূলের আদর্শ দিয়ে গড়ব জীবন মোরা
চাঁদনী রাতের গগন মাঝে আমরা দীপ্ত তারা (২)
পথ হারাদের আনব ফিরে
সঠিক পথের মূলে॥ -ঐ
কুরআন-সুন্নাহ্র মশাল জ্বেলে ঘুচাব অন্ধকার
ঘুণে ধরা এই সমাজটাকে করব সংস্কার (২)
সফল হয়ে পার হতে চাই
পুলছিরাতের পুলে। -ঐ

৪. এসো হে জনতা

সোনামণি ডেকে বলে যায়, এসো হে জনতা সবাই॥
এসো ইসলামী আলোকে তাওহীদী পথে॥
এসো হে জনতা সবাই
কুরআনের পথ যে রাসূলের পথ
এই পথে চল হে মুসলিম সব॥
এসো এই পথের আলোকে তাওহীদী জগতে
জগতের মুসলিম ভাই, এসো হে জনতা সবাই। -ঐ
ইসলামী জ্ঞানের সাধনা কর।
নবীদের দেখানো পথে চল।
এই পথের আলোকে বিশ্ব জগতে
ডাক হে মুসলিম সবাই। -ঐ

বিষয়–৫ : সাধারণ জ্ঞান

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

বিষয় : গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা

❖ **পরিচালকগণের জন্য (এমসিকিউ পদ্ধতিতে)**

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।